ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২১২৫
আগরতলা, ৪ আগস্ট, ২০২৫

স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ও এআই ব্যবহারে সর্বপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক

দুর্যোগ পরবর্তীতে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসে উদ্ধারকার্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা একান্ত জরুরি। তাছাড়া উদ্ধারকার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়নও অপরিহার্য। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে রাজস্ব দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের আবরণ উন্মোচন করেন। পরে অনলাইনে হাঁপানিয়াতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টেকনোলজি ডেমোনস্ট্রেশন ইউনিট, সিভিল ডিফেন্স ট্রেইনিং স্কিম, রাজ্যে ২৬টি অটোথেটেড ওয়েদার স্টেশন এবং রেইন গজ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইক্যুইপমেন্ট ভেরিফিকেশন, পোর্টাল এবং চেইঞ্জ অফ ল্যান্ড ইউজ (ডাইভারসন অফ ল্যান্ড) পোর্টালের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বর্তমান যুগ হল প্রযুক্তি ও এআই-এর যুগ। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ও এআই ব্যবহারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। ত্রিপুরা রাজ্য ২০২২ সালে সিত্রাং, ২০২৩ সালে মোচা এবং ২০২৪ সালে রেমাল ঘূর্ণিঝড় ও ২০১৮ ও ২০২৪ সালে বিধ্বংসী বন্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এই সকল দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় যেসকল সমস্যা ও খামতি রয়ে গেছে তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে। ত্রাণ শিবিরগুলির ব্যবস্থাপনা আগে থেকেই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ২০২৪-২৫ প্ল্যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী-চিন্তাভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাঁপানিয়া টেকনোলজি ডেমনোস্ট্রেশন ইউনিটে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যারা জরুরি পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত হয়। তিনি আরও বলেন, সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং স্কিমে ২৮৮০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রকল্প চালুর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যকে নির্বাচন করায় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সঠিক ও সময়মত আবহাওয়ার পূর্বাভাস জরুরি। তাই ২৬টি অটোমেটেড ওয়েদার স্টেশন এবং রেইন গজ স্থাপন করা হয়েছে। আগামী দিনে বিলোনীয়ায় ডপলার ওয়েদার রাডার স্টেশন স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। নিউ ইক্যুইপমেন্ট ভেরিফিকেশন পোর্টাল উদ্বোধন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলা, মহকুমা ও টিএসআর ব্যাটেলিয়ানে সংরক্ষিত দুর্যোগ মোকাবিলা সামগ্রীগুলি এর মাধ্যমে ট্র্যাক করা সম্ভব হবে। যার ফলে যন্ত্রপাতিগুলির বর্তমান অবস্থা ও পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। চেইঞ্জ অফ ল্যান্ড ইউজ পোর্টালের মাধ্যমে ভূমি রূপান্তর সংক্রান্ত অনুমোদনকে সহজতর, স্বচ্ছ ও রাজ্যকে আরও ব্যবসা উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে।

*******২য় পাতায়

দুর্যোগ মোকাবিলায় সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যম সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন করে। সরকার ও প্রশাসন কর্তৃক জনকল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহল করে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন দুর্যোগকালীন সময়ে গুজব ও আতঙ্ক না ছড়ানোর ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যম বরাবরের মতোই সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যসচিব বলেন, স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান শুধু ব্লু প্রিন্টই নয়, এটি আমাদের সকলের সম্বিলিত প্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রযুক্তিতে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, পিসিসিএফ আর কে শ্যামল, রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ, বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকগণ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

****